গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.১৪১.০১৪.০০.০০.০০৪.২০১৫- ২২৪

তারিখ: ০৯ পৌষ ১৪২৭ / ২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার "সুশাসন প্রতিষ্ঠা" অনুচ্ছেদের ৫.১ উপচ্ছেদ অনুযায়ী "উত্তমচর্চার তালিকা" প্রেরণ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার "সুশাসন প্রতিষ্ঠা" অনুচ্ছেদের ৫.১ উপচ্ছেদ অনুযায়ী "উত্তম চর্চার তালিকা" প্রস্তুত করে পরবর্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ১১ (এগার) পাতা।

২৪/১২/২০২০
(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ইমেইল: monitor@hsd.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার শাখা

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

০১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০২. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উত্তম চর্চার শিরোনাম : ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন

উত্তম চর্চার বিবরণ : বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে সদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এ বিভাগকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। যার ফলে সভা বা যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি করতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি সভাসমূহে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। তাই জুম প্লাটফর্ম ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ নিয়মিত সভা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন করছে। ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ/নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন করছে।

ফলাফল : নিয়মিত সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সভায় অংশগ্রহণকারীগণ স্বাস্থ্যগতভাবে নিরাপদে থাকছেন। বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি মনিটরিং

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিত নিশ্চিতকল্পে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের নির্বাচনী ঈশতেহার অনুযায়ী চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সারাদেশ ব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল মেশিনে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হাতের আঙ্গুলের ছাপ, নিজের মুখমন্ডল এবং আইডি কার্ডের মাধ্যমে হাজিরা প্রদান করছে। ইতোপূর্বে হাজিরা খাতার মাধ্যমে কর্মস্থলে হাজিরা প্রদান করতো। ম্যানুয়েল হাজিরায় উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে পরবর্তীতে স্বাক্ষর করার সুযোগ থেকে যায়। কিন্তু বায়োমেট্রিক হাজিরায় এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। এছাড়াও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দৈনন্দিন হাজিরার তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার কোন সুযোগ থাকেনা। বায়োমেট্রিক হাজিরা প্রবর্তনের ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতির হার পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিস সময় শেষে পুনরায় বায়োমেট্রিক এ্যাটেনডেন্স মেশিনে হাতের আঙ্গুল, নিজের মুখমন্ডল এবং আইডি কার্ড দেখিয়ে অফিস ত্যাগ করতে হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অফিস ত্যাগ করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি মনিটরিং করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে মনিটরিং সেল স্থাপন করা হয়েছে।

ফলাফল : অফিসের স্বাভাবিক কাজ-কর্মের গতি পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজ-কর্মের গতিশীলতা বেড়েছে। বায়োমেট্রিক হাজিরা ও সরেজমিনে পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতি এবং অফিস সময় শেষে অফিস ত্যাগের চর্চা দীর্ঘ স্থায়ীভাবে চালু থাকবে। ফলে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্মে গতিশীলতা এবং নাগরিক সেবা বৃদ্ধির সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী থাকবে। স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গন তৈরি

উত্তম চর্চার বিবরণ : অফিসের ভেতর ও চারপাশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে মনোভাব ও দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর যা আমাদেরকে অফিস প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। বস্তুত: অফিসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা অনেকটা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোভাবের ওপর নির্ভর করে। অফিসের মধ্যে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেমন-বাথরুম, করিডোর, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যাবশ্যক। নৈতিকতা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তম চর্চার ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে অফিস প্রাঙ্গন সার্বক্ষণিক পরিষ্কার রাখা। বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা শেওলা এবং ছত্রাক, গজিয়ে ওঠা ছোট বড় আগাছা পরিষ্কার করা। অফিসের ফাইল পত্র সুসজ্জিতভাবে আলমারীতে রাখা। আসবাব

পত্র ও আলমারীর শেলফে জমে থাকা ধূলাবালি পরিষ্কার করা। লিকুইড ডিসইনফেকটেন্ট ব্যবহার করে সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন বাথরুম পরিষ্কার করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ফলাফল : অফিসের ছোট ছোট নান্দনিক কার্যক্রম স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করেছে এবং সেবা গ্রহনেচ্ছুক কর্মকর্তাগণের মধ্যে উন্নয়নের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে তাঁরা নিজ নিজ অফিস প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **সর্বস্তরে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ**

উত্তম চর্চার বিবরণ : সচিবালয়ের নির্দেশমালার আলোকে দাপ্তরিক কার্যনিস্পত্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃংখল পদ্ধতিতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়ার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের কর্মচারীদের নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন, শৃংখলা রক্ষা এবং দপ্তরে ভৌত পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এ ইউনিটের সকল কর্মচারীকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন সৃজনশীল কৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট হওয়ার নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। অবসর গ্রহণকারী সরকারী চাকুরেদের পেনশন ও আনুতোষিক প্রাপ্তি যথাসময়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অডিট ছাড়পত্র এবং অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। ইমপ্রুভড ফাইনান্সিয়্যাল ম্যানেজম্যানট অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস প্রধান, আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তাসহ ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দাপ্তরিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিটের সকল ফিক্সড এসেটের সনাক্তকরণ নাম্বার, লোকেশন, ব্যবহারকারীর নাম উল্লেখপূর্বক কম্পিউটারাইজড রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ফলাফল : দাপ্তরিক কাজের মানোন্নয়ন ও সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হয়েছে। কর্মচারীদের কাজের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবসরগ্রহণকারী সরকারী চাকুরেদের পেনশন ও আনুতোষিক প্রাপ্তি তরান্বিত হয়েছে। ক্রয় ও অর্থ ব্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। দাপ্তরিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সার্বিক মান উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিতকরণ**

উত্তম চর্চার বিবরণ : বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় মাস্ক, হ্যান্ড সেনিটাইজার সরবরাহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের অফিসে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিটি কক্ষে নো মাস্ক নো সার্ভিস স্টিকার লাগানো হয়েছে। এছাড়া, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কমিটি গঠণ করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল : সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **Whatsapp গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাপ্তরিক কাজ দ্রুততর করার জন্য অনেক সময় এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি whatsapp গ্রুপ খোলা হয়েছে। কোন জরুরী সিদ্ধান্ত, বার্তা, সভা আহবান সংক্রান্ত তথ্য whatsapp এর মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়। বিশেষত: করোনাকালীন সময়ে whatsapp গ্রুপের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান অনেক ফলপ্রসু হচ্ছে।

ফলাফল : দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **অফিসিয়াল ওয়েবমেইল ব্যবহার নিশ্চিতকরণ**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাপ্তরিক কাজে কাগজের ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদানে সরকারি ইমেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল পর্যায়ের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক মেইল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে চিঠিপত্র আদান প্রদানের দাপ্তরিক মেইল ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

ফলাফল : সরকারি তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ দাপ্তরিক নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **নিয়মিত দাপ্তরিক ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রদত্ত বিভিন্ন অংশীজন/জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতে বিভিন্ন সরকারী আদেশসমূহ যেমনঃ পদোন্নতি, বদলী, বিদেশ ভ্রমণ, অনাপত্তিপত্র আদেশসমূহ, সেবা বক্স, সেবা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ ও সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্যাবলি নিয়মিত দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে (www.hsd.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ফলাফল : অংশীজন/জনগণ বিভিন্ন সরকারী আদেশ ও সেবা সম্পর্কে সহজেই তথ্য পাচ্ছেন। এতে সকলের সহজে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **সমন্বয় সভা দুই ভাগে নিয়মিত আয়োজন**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে একই দিনে তার অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর নিয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হত। সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে অনুবিভাগগুলো ও অধিদপ্তরসমূহের সঙ্গে সকল এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা সম্ভব হত না। অনেক সমস্যার সমাধান হত না। ফলে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ত। সচিব মহোদয়ের নির্দেশে সমন্বয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল অনুবিভাগের সঙ্গে একদিন এবং সকল অধিদপ্তর/দপ্তরে সঙ্গে অন্যদিন অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে।

ফলাফল : সকল অনুবিভাগ তাদের সমস্যা আলোচনা করতে পারে। সকল অধিদপ্তর/দপ্তর তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সমস্যার কথা জানাতে পারে। ফলে কাজকর্মে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমন্বয় সভা সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **সাপ্তাহিক সভা**

উত্তম চর্চার বিবরণ : প্রশাসন-৪ অধিশাখার উদ্যোগে সপ্তাহের প্রথমদিন সকাল ৯টার সময় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নতুন সপ্তাহের কর্মপরিকল্পনা এবং বিগত সপ্তাহের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ (যদি থাকে) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ফলাফল : প্রতি সপ্তাহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কোন কাজ অবাস্তবায়িত থাকে না।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **ই-নথি কার্যক্রমের মাধ্যমে অফিসিয়াল নথি নিষ্পত্তি**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বেশির ভাগ অনুবিভাগে ই-নথির মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক নথি নিষ্পত্তি ও পত্র জারির প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

ফলাফল : সরকারি কাজে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাগজমুক্ত ই-নথি ব্যবস্থাপনা সরকারি কাজে সময় বাঁচাচ্ছে এবং সেবা প্রদানকে দ্রুততর করছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : কাজের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি

উত্তম চর্চার বিবরণ : আর্থিক ব্যাবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট কর্তৃক মাসিক/ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শেরভিত্তিতে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ফলাফল : আন্ত: সমন্বয় ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

উত্তম চর্চার শিরোনাম : হাসপাতাল অটোমেশন

উত্তম চর্চার বিবরণ : প্রযুক্তি বিশ্বে অটোমেশন একটি অত্যন্ত সাধারণ শব্দ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার জন্য স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। স্বাস্থ্য সেবা জগৎ স্থির থাকতে পারেনা, মানব জাতি সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সাস্থ্য সেবা এগিয়ে যাওয়া জরুরী। উন্নত চিকিৎসা এবং সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষকরে হাসপাতালগুলোর অবকাঠামো উন্নত করা এবং সেরা ফলাফল পাওয়া অতি প্রয়োজন। হাসপাতাল অটোমেশন এর মাধ্যমে এই পরিবর্তন আনার এটি একটি প্রধান কারন। স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন ব্যবহারের একাধিক সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে টারশিয়ারি লেভেলে ৪টি হাসপাতাল, সেকেন্ডারি লেভেলে ১০টি হাসপাতাল এবং প্রাইমারী লেভেলে ৪০টি হাসপাতালে এই সার্ভিস চালু আছে।

ফলাফল : অটোমেশন ব্যয় সাশ্রয় করছে : অটোমেশন স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অটোমেশনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। একটি কার্যকরী সফটওয়্যার এর মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনার ব্যয়গুলো উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে, এই সঞ্চয়গুলো পরবর্তীতে উন্নত সুবিধা এবং উন্নত সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনে সাহায্য করবে। যে কোনও হাসপাতাল বা ক্লিনিকে, প্রচুর স্টাফ প্রয়োজন। হাসপাতাল অটোমেশন প্রক্রিয়া চালু হবার কারণে এই শ্রম ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। যদিও শ্রম ব্যয় কমানোই প্রধান সমাধান নয়। এ ভাবে সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে অতিরিক্ত পরিসেবা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

অটোমেশন কাজের চাপ কমাচ্ছে : হাসপাতালের কর্মচারীদের অনেক বিষয়ে কাজ করতে হয়। তাদের প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে রোগীর তথ্য প্রক্রিয়া করতে হয়। অটোমেশনের সাহায্যে এ কাজের চাপ কমানো সম্ভব হয়েছে এবং তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনযোগী হতে পারছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে সাম্প্রতিক উদ্ভাবনগুলোর সাহায্যে কাগজপত্রের কাজের পরিমান (যেমন, রোগিদের বিল, চিকিৎসাপত্র) হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সাস্থ্য সেবা বিবরণী বিশ্লেষণ এবং উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা যাচ্ছে : স্বাস্থ্য সেবার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়ার সাথে অনেকগুলো অংশ জড়িত। এদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রোগ নির্ণয়। এর জন্য প্রচুর পরিমানে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। অটোমেশনের সাহায্যে কাজটি সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরিকৃত প্রতিবেদনগুলো পূর্বে নির্ধারিত ধারায় সহজেই তৈরি করা সম্ভব, যা চিকিৎসকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। তাই স্বাস্থ্য সেবা স্বয়ংক্রিয় হওয়ার কারণে প্রতিবেদনের পাশাপাশি রোগ নির্ণয় আরও সহজ হয়েছে।

অটোমেশন নিখুঁত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করছে: স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং হাসপাতালগুলোকে এটি অবশ্যই দেখতে হয় যে, তাদের কাছে থাকা তথ্য গুলো ভালোভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। ছোটখাটো ত্রুটিগুলো রোগীদের মারাত্মক অসুবিধার কারন হতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারন হতে পারে এবং আইনি জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিগুলো একটি কার্যকরী সফটওয়্যার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এই সফটওয়্যারগুলো সেবাকে ত্রুটিমুক্ত, দ্রুত, সহজ করে তুলেছে।

রিয়েল টাইম ডাটা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে: রিয়েল টাইম ডাটা থেকে কার্যকরী তথ্য সংগ্রহ করা সব থেকে উত্তম। রিয়েল-টাইম ডেটা স্বাস্থ্যসেবা পুরোপুরি রূপান্তর করতে পারে। অটোমেটেড মেশিন রোগী সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সবসময় প্রদর্শন করতে পারছে, যা সাস্থ্যসেবার মান উন্নত করতে সাহায্য করছে।

রোগীর সেবা প্রাপ্তি সহজ করছে : অটোমেশনের সাহায্যে একজন রোগীর তথ্য একবার রেজিস্ট্রেশনই যথেষ্ট। পরবর্তীতে যেকোনো সময় যেকোনো হাসপাতালে তার তথ্য সহজেই বের করা সম্ভব হচ্ছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত অপেক্ষার সময়কে দূর করে সেবাকে সহজলভ্য করে তুলেছে। সিস্টেমের ভিতরে রোগীর সকল সেবার তথ্য সংরক্ষণ থাকার ফলে রোগীকে অতিরিক্ত চিকিৎসাপত্র বা অন্যান্য কাগজপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা বহন করার প্রয়োজন পড়েনা। চিকিৎসার সকল তথ্য এক জায়গায় থাকার ফলে চিকিৎসকগণ নির্ভুল চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে পারছেন।

তথ্য সংরক্ষণকে আরও উন্নত করেছে : একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিটি তথ্য অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে সুরক্ষিত রাখে। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী ম্যানুয়াল সিস্টেম থেকে তথ্য চুরি বা হারানোর ঝুঁকি বেশী থাকে। সমস্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, এখানে তথ্যের প্রাপ্যতা ব্যবহারকারীর অধিকারের উপর নির্ভর করে, ফলে ত্রুটি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **সর্বস্তরের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:**

উত্তম চর্চার বিবরণ : অধিদপ্তরে বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যানের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে সকাল ৯-০০ – ১০-০০ ঘটিকা ১ ঘন্টা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা করা হয়। অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা সুন্দরভাবে পাওয়া যায়।

ফলাফল : দাপ্তরিক কাজের মানোন্নয়ন ও সার্বিক কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিস্পত্তি**

উত্তম চর্চার বিবরণ : এমআইএস-এ Complain & Suggestion System-এ বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে এসএমএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ পাঠানো হয়। এমআইএস-এ নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **ভিডিও কনফারেন্সিং**

উত্তম চর্চার বিবরণ : ভিডিও কনফারেন্সিং স্বাস্থ্য সেবাকে অনেকাংশে উন্নীত করেছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও তদারকিসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে আসছে। এটি একটি উত্তম চর্চা, কেননা নিম্নবর্ণিত ৫টি উপায়ে এর দ্বারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উপকৃত হচ্ছে।

১। ভিডিও কনফারেন্সিং উন্নত যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম;
প্রতি মাসের ১ম, ৩য় ও ক্ষেত্র বিশেষে ৫ম সোমবার মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালকবৃন্দ সকল বিভাগীয় পরিচালক ও সিভিল সার্জনদের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ করেন। মাসের ৩য় সোমবার সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সাথেও সংযুক্ত হন। এছাড়া মাসের ২য় ও ৪র্থ বৃহস্পতিবার সকল বিভাগীয় পরিচালক, বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও পরিচালক, এবং জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কদের সাথে সংযুক্ত হন। এসময় বিভিন্ন কর্মকান্ডের তদারকি ও নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে।

২। টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান;
ভিডিও কনফারেন্সিং ভ্রমণের পরিমাণ, সময় ও খরচ হ্রাস করে। টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দুরদুরান্তের রোগী স্বল্প খরচে তাৎক্ষনিকভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের সেবা গ্রহণ করছে। অনেক সময় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হাসপাতালে রেফার না করেও রোগীকে দুর দুরান্তের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে উন্নত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা দাতা সরাসরি রোগীর সাথে কথা বলতে পারেন। পাশাপাশি রোগীদের ক্লিনিক্যালি রোগ নির্ণয় ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

৩। বাংলাদেশের দূর্যোগ মোকাবেলায় ভূমিকা;
অধিদপ্তর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালসমূহ প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন পূর্বভাস, জরুরী তথ্য যেমন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবসহ বিভিন্ন সময়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় অতি সত্বর যোগাযোগ করা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সব ধরনের সমস্যার সমাধান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা, সেবা দান, রোগ প্রতিরোধ, টিকাদান, বিভিন্ন বিশেষ দিবসের কর্মসূচী পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখেছে।

ফলাফল : ভিডিও কনফারেন্সিং ভ্রমণের পরিমাণ, সময় ও খরচ হ্রাস করে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা আরও জনমুখী, সাশ্রয়ী, নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এটি মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করবে এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **অনলাইন ভিত্তিক বদলি ও পদায়ন**

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল বদলি ও পদায়ন মানব সম্পদ ডাটা বেজের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা চালুকরণ**

উত্তম চর্চার বিবরণ : পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভোগান্তি ও দীর্ঘসূত্রিতা কমানো এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষে অনলাইন আবেদন ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমানে সহকারি অধ্যাপক, সিনিয়র কনসালটেন্ট, জুনিয়র কনসালটেন্ট-এ পদোন্নতির আবেদন অনলাইন আবেদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

১. মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণঃ

আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে। মেডিক্যাল ডিভাইসের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমদানিকৃত ১৬৭০ টি মেডিক্যাল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। মেডিকেল ডিভাইসের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ায় জনগণ সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন মেডিকেল ডিভাইস পাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কার্ডিয়াক স্টেন্ট, ইন্ট্রাওকুলার লেন্স, হার্ট রিং, রিং এ্যাক্সেসরিজ, guide wire catheter, হার্ট ভাল্ব, পেসমেকার এবং এয়ার রিং ইত্যাদি।

২. ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে মডেল ফার্মেসী ও মডেল মেডিসিন শপ স্থাপনঃ

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে আধুনিক বিশ্বের আদলে উন্নত ফার্মেসী ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশে মডেল ফার্মেসী স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। মডেল ফার্মেসীসমূহ গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্ট কর্তৃক পারিচালিত হয়। ইতোমধ্যে ২৫ টি জেলায় প্রায় ৫০০টি মডেল ফার্মেসী ও ৬৪টি জেলায় ২০,০০০ মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন করা হয়েছে।বাংলাদেশের ফার্মেসী ব্যবস্থাপনাকে উন্নতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে মডেল ফার্মেসী/মডেল মেডিসিন শপ ছাড়া কোন নতুন ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে না এবং পুরাতন ফার্মেসীগুলোকেও মডেল ফার্মেসী/মডেল মেডিসিন শপে উন্নীত করা হচ্ছে।

৩. ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালঃ

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে দেশে ঔষধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Good Clinical Practice (GCP) গাইডলাইন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ঔষধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনার জন্য ১০ (দশ)টি CRO (Contract Research Organization) এবং ৪৮ (আটচল্লিশ) টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রটোকল অনুমোদন করা হয়েছে। Sinovac Biotech, Co. Ltd Beijing, China কর্তৃক উদ্ভাবিত COVID Vaccine এর Phase III Clinical trial বাংলাদেশের healthcare workers দের উপর পরিচালনা করার নিমিত্তে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটকল অনুমোদন করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

চীনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এর ভয়াবহতা দেখা দেয়ার পরপরই ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৮ জানুয়ারী, ২০২০ হতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়ঃ

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে জরুরী প্রয়োজনে করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ টেস্ট কীট, PPE, Surgical mask, হ্যান্ড সেনিটাইজারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল ডিভাইস ও ঔষধ আমদানির জন্য NOC প্রদান ও জরুরী ঔষধসমূহ উৎপাদনের নিমিত্তে রেজিস্ট্রেশন প্রদানসহ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খোলা ছিল এবং একটি হট লাইন নম্বর চালু ছিল।

ফেস মাস্ক এর মান ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণঃ

- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে N95/KN95/FFP2/Surgical mask/হ্যান্ড গ্লাভস আমদানির জন্য ১০১ টি প্রতিষ্ঠানকে NOC প্রদান করা হয়। এতে করে দেশে এসব সুরক্ষা সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

PPE এর মান ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণঃ

- মার্চ, ২০২০ তারিখে PPE উৎপাদন করত এরিস্টেক্রেট এ্যাগ্রো লিঃ নামীয় দেশীয় একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৩৯ টি প্রতিষ্ঠানকে PPE আমদানির জন্য NOC প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের ১০ টি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠনকে mask উৎপাদনের জন্য এবং ৪৩ টি প্রতিষ্ঠানকে PPE উৎপাদনের জন্য NOC প্রদান করা হয়েছে। এতে করে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।
- ০২টি লোকাল মেডিক্যাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারারকে ফেস শিল্ড উৎপাদনের জন্য NOC প্রদান করা হয়েছে।
- Mask এবং PPE এর কোয়ালিটি নিশ্চিত করার জন্য দেশের ০৮ টি ISO-17025 সনদ প্রাপ্ত টেস্টিং ল্যাবরেটরীকে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর enlisted করা হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন মোতাবেক টেস্ট প্যারামিটার নির্ধারণ করতঃ mask এবং PPE টেস্টের জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। mask এবং PPE এর কোয়ালিটি নিশ্চিত করার জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে NOC প্রদানের সময় উক্ত ল্যাবরেটরীসমূহের টেস্ট সার্টিফিকেট দাখিল করতে হয়।

RT-PCR টেস্ট কীট:

- COVID-19 এ আক্রান্ত রোগীর নমুনা পরীক্ষার জন্য ১৮ টি প্রতিষ্ঠানকে RT-PCR টেস্ট কীট আমদানির জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হতে NOC প্রদান করা হয়েছে।

হ্যান্ড সেনিটাইজার:

- জানুয়ারী,২০২০ এ মাত্র ০৭ টি প্রতিষ্ঠান হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদন করত, পরবর্তীতে দেশে করোনা সংক্রমণ দেখা দিলে জরুরী প্রয়োজনে আরও ৭৯ টি প্রতিষ্ঠানকে হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদনের অনুমোদন দেওয়া হয়।
- দেশে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর চাহিদা মেটানোর জন্য ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও ১5 টি প্রতিষ্ঠানকে জরুরী প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনের NOC প্রদান করা হয়।
- দেশে হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য এবং Good Manufacturing Practice (GMP) অনুসরণপূর্বক হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদন করছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য এ পয©ন্ত 60 টি হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল অক্সিজেন গ্যাস এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

- মার্চ, ২০২০ এ বাংলাদেশে মেডিক্যাল অক্সিজেন উৎপাদনকারী ৪ টি প্রতিষ্ঠানকে দেশে জরুরী প্রয়োজনে মেডিক্যাল অক্সিজেন গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ফ্লোমিটারের আমদানিও বৃদ্ধি করতে বলা হয়।
- মেসার্স স্পেক্ট্রা অক্সিজেন নামীয় প্রতিষ্ঠানটি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা প্রদানকারী হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করছে।
- এছাড়াও আরও ০৩ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের সক্ষমতা যাচাই করত মেডিক্যাল অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্য NOC প্রদান করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় জরুরী ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণঃ

- National Guidelines on Clinical Management of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) মোতাবেক করোনা রোগীর চিকিৎসায় (off label) Hydroxychloroquine 200mg ,Darunavir 80mg/Covicistat 150mg, Atazanavir 400mg, Oseltamivir 30mg, Favipiravir 200 mg এবং Lopinavir/ritonavir (200mg/50mg), Ivermectin ঔষধসমূহ জরুরী ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় এবং বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।
- বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় Remdesivir ইনজেকশন উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক ০৭ টি প্রতিষ্ঠানকে emergency use authorization প্রদান করা হয়।

৫.দুর্নীতি প্রতিরোধে সিসি ক্যামেরা স্থাপনঃ

দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে সিসি ক্যামেরায় ধারণের অপরাধ সনাক্তকরণের নিমিত্তে অত্র কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিরাপত্তাসহ অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

৬.বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উদ্যোগঃ

বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিস কক্ষে অণুপস্থিত সময়ে এসি, ফ্যান, লাইট ওঅন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি বন্ধ রাখেন এবং তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দাপ্তরিকভাবে তা মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.কর্মক্ষেত্রে যথাসময়ে উপস্থিতিঃ

সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় সকাল ৯.০০ টায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাযসয়ে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যালয়ে যথাসময়ে উপস্থিতির লক্ষে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮.সুসজ্জিত পরিসরে পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিশোভন অফিস প্রাঙ্গন তৈরিঃ

অফিস প্রাঙ্গন নিয়মিতভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় ও নথি পত্র সুসজ্জিত ও সঠিকভাবে আলমারি, সেলফে রাখা হয়। এর ফলে অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সেবা গ্রহীতাদের অফিস সম্পর্কে একটি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

৯.Success Story/অভিজ্ঞতা share করাঃ

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত/পরিবারিক/বৈষয়িক যে কোন সমস্যা সমাধানের Success Story/অভিজ্ঞতা share করা হয়।

১০. Civic Sense বিষয়ে সকলকে সচেতন করাঃ

Civic Sense এর বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট বিষয় উল্লেখপূর্বক সময়ে সময়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা হয়।

বিষয়ঃ উত্তম চর্চা (Best Practice) বিষয়ক প্রতিবেদন।
মন্ত্রনণালয়/বিভাগ/দপ্ত : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

উত্তম চর্চার শিরোনাম	:	(ক) সঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা চলমান।
উত্তম চর্চার বিবরণ	:	অফিসে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সঠিক সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা চলমান আছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা Digital Attendance মেশিনে হাতের আঙ্গুল Press করে / ছবি দিয়ে ডিজিটাল হাজিরা প্রদান করে। ইতোপুর্বে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ম্যানুয়াল রেজিস্ট্রার খাতায় হাজিরা প্রদান করতে হতো। ম্যানুয়াল হাজিরায় উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির প্রমান হিসাবে পরবর্তীতে স্বাক্ষর করার সুযোগ থেকে যায়, ডিজিটাল হাজিরায় এ ধরনের কোন সুযোগ নাই। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Digital Attendance মেশিনে হাতের আঙ্গুল Press করা ও ছবি দেখা যাওয়া সাথে সাথেই তা সিস্টেমে সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যায় না। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নুতন ভবনে Digital Attendance থাকায় দাপ্তরিক কাজ কর্মে গতিশীলতা বেড়েছে। এছাড়াও অফিস চলাকালীন সময়ে কর্মকর্তাদের কোন মিটিং/সেমিনার/স্বল্পকালীন প্রশিক্ষনের জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করতে হলে রেজিষ্ট্রার খাতায় নাম লিখে যাওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে।
ফলাফল	:	সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী সঠিক সময়ে অফিসে যাওয়া আসা করার জন্য দৈনন্দিন কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয় এতে সেবা গ্রহিতা ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং অসম্পন্ন কাজের সহজে সম্পন্ন হচ্ছে।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	:	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
উত্তম চর্চার শিরোনাম	:	(খ) দর্শনার্থীদের সাথে স্বাক্ষাত ও সমস্যা সমাধানে সহযোগীতা করা।
উত্তম চর্চার বিবরণ	:	**অধিদপ্তরের "ভিজিটর ফ্রেন্ডলি ফ্রন্ট ডেস্ক"** স্থাপন ও দর্শনার্থীদের বসার সু-ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ওমাসে ২ দিন বিভাগ ভিত্তিক সাক্ষাতকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূর দুরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের সাথে দুইজন অফিসার প্রাথমিক স্বাক্ষাত গ্রহন করেন। প্রাথমিক স্বাক্ষাতের পর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পরামর্শ প্রদান ও সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়জনীয় তথ্য ডিজিটাল ডিস্প্লে ক্রোল বাড়ে চলমান আছে। এছাড়াও দপ্তরের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য "অভিযোগ বক্স" দেয়া আছে।
ফলাফল	:	দর্শনার্থীদের সন্তুষ্টি অর্জন হচ্ছে, সময় কম লাগে, সকলে শৃংখলা বজায় রাখে এবং গোলযোগ প্রতিরোধ হচ্ছে।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	:	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
উত্তম চর্চার শিরোনাম	:	(গ) সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা।
উত্তম চর্চার বিবরণ	:	অফিসে বিনা প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক পাখা, লাইট, এয়ার কুলার, বিদ্যুত চালিত অন্যান্য মেশিন, পানি, গ্যাস, কাগজ, প্রিন্টারের কালি ব্যাবহার না হয় সে জন্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সদা সতর্ক থাকেন। "Take a minute to clean before leave" practice এর জন্য অফিস প্রস্থানকালে প্রত্যেকে নিজ নিজ রুম চেক করেন, এতে সরকারি সম্পদের অপচয় কম হয়।
ফলাফল	:	সরকারি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশিচত হচ্ছে ও অপচয় রোধ হচ্ছে।
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর	:	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।
উত্তম চর্চার শিরোনাম	:	(ঘ) তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা।
উত্তম চর্চার বিবরণ	:	ডিজিএনএম এর পিএমআইএস হালনাগাদ করার জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন বাদ-পড়া ও নুতন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিজিএনএম এর ওয়েব-সাইটে পত্রজারি করা হয়েছে। এতে সকল বাদ-পড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীর পার্সোনাল ডাটাশীট এন্ট্রি হচ্ছে। এছাড়াও কর্মকতা ও কর্মচারীদের পার্সোনাল ডাটাশীট সহ বিভিন্ন প্রকার তথ্য যেমন প্রমোশন, প্রশিক্ষণ, বদলী, পদায়ন, নিয়োগ ও অন্যান্য সকল প্রকার অফিসিয়াল পত্র ও তথ্য হালনাগাদ করার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ ও সেবা প্রদান সহজ হচ্ছে।
ফলাফল	:	সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে সঠিক তথ্য কম সময়ে আদান প্রদানের মাধ্যমে খরচ কম হচ্ছে ও স্বচ্ছতা বাড়ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ঙ) **"অন দ্যা জব"** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা বাড়ানো ।

উত্তম চর্চার বিবরণ : দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসুচির (4th Health Population and Nutrition Sector Program 4th HPNSP) আওতায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অপারেশনাল প্লান এর বাজেটে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা (Training Plan) অনুযায়ী ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়েছে। নার্স ও মিডওয়াইফদের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন (Cardiac Nursing, Pediatric nursing, Adult Nursing, Disaster Nursing, Intensive Care Nursing, Orientation Training, Infection control, Management Training, Oncology Nursing, Geriatrics Nursing, Financial Management, English course, Computer Training, Nephrology Training,COVID-19) স্পেশালাইজড প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য রাজস্ব বাজেটের ব্যাবস্থাপনায় প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে "অফিস ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক" প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে। এতে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন (Acquire update knowledge) করে নতুন উদ্যম ও আগ্রহ সহকারে কাজ করছে।

ফলাফল : দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী হচ্ছে, কাজের স্পৃহা এবং গতিশীলতা বাড়ছে ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (চ) জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রেডেশন তালিকা প্রস্তুত ও পদায়নের ব্যবস্থা করা।

উত্তম চর্চার বিবরণ : সুষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন পদন্নোতির জন্য ১৯৮০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত যোগদানকৃত নার্সদের ব্যাচভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে গ্রেডেশন তালিকা তৈরী করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছেন। ২০১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই, ও ২০২০ সালের ২৩ মার্চ, , তিন ধাপে মোট((২৪৯ +১১+৬৮) ৩২৮ জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে (নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডেপুটি নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সহকারি পরিচালক, ডিসট্রিক্ট পাবলিক হেলথ নার্স ও প্রভাষক) পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ও প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ফলাফল : পদোন্নতির প্রক্রিয়া চলমান থাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করার স্পৃহা বাড়ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিড ওয়াইফারি অধিদপ্তর

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ছ) নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যপরিচালনা ও তার বাস্তবায়ন করা।

উত্তম চর্চার বিবরণ : এপিএ (Anual Performance Agreement), উদ্ভাবন (Innovation), শুদ্ধাচার, মুজিব বর্ষ, নার্স মিড ওয়াইফ বর্ষ, অটিজম, প্রশিক্ষণ, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষশণের ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। সেবাদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ ও কার্যকর করা হচ্ছে।

ফলাফল : কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে এবং সেবা গ্রহীতারা সহজে তথ্য পাচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (জ) গণশুনানী করা, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করা।

উত্তম চর্চার বিবরণ : নার্সিংও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে যেমন-নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনষ্টিটিউটের ছাত্র/ছাত্রী/শিক্ষক/হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করণসহ সমাধানের উপায় বের করা হয়।

ফলাফল : কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সহজে সমস্যা সমাধান হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ঝ) ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের (উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থা) বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে সহযোগিতা প্রদান।

উত্তম চর্চার বিবরণ : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সেবা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে যেমন- সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, বিভিন্ন প্রকার গাইডলাইন প্রস্তুত ইত্যাদিসহ

ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের প্রতিটি উন্নয়নমুলক কাজে সহযোগীতা ও সমন্বয় করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে।

ফলাফল : ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের কর্মপরিকল্পনা ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট অনুযায়ীর কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।
উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ঞ) দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ এবং গতিশীলকরণ।
উত্তম চর্চার বিবরণ : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর ওয়েব-সাইট ও ই-মেইল এর মাধ্যমে দাপ্তরিক চিঠি পত্র, বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, নোটিশ, প্রেরণ ও গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে কম সময়ে অধিক তথ্য আদান প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল কনফারেন্স ও অনলাইন মিটিং ও বিভিন্ন এ্যাপস(ক্লাউড নেট/ জুম) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, তথ্য আদান প্রদান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
ফলাফল : স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে ও বিনাভিজিটে সেবা গ্রহীতা ও প্রদানকারীর মধ্যে বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ, গ্রহণ সহজ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর।
উত্তম চর্চার শিরোনাম : (ট) বার্ষিক বাজেট প্রনয়ণ ও সমস্ত আর্থিক কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
উত্তম চর্চার বিবরণ : বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি যথা সময়ে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়।
ফলাফল : আর্থিক কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্ন ও অডিট নিস্পত্ত হচ্ছে।

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর: স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা

উত্তম চর্চার শিরোনাম : কমিউনিটি পার্টিসিপেশন মডেল

উত্তম চর্চার বিবরণ : সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের 'কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট' কমিউনিটি পার্টিসিপেশন মাধ্যমে ১০টি জেলার সদর হাসপাতাল ও ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে মডেল হাসপাতালে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 5S-CQI-TQM এপ্রোচের মাধ্যমে মানসম্মত সেবা প্রদানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, সমাজের গণ্যমান্য ও সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিএমএ, আইনজীবী সমিতি, প্রেস কর্মী ও এনজিও কর্মী সমন্বয়ে কমিউনিটি সাপোর্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটিতে পৌর মেয়র/ উপজেলা চেয়ারম্যানকে সভাপতি ও হাসপাতাল তত্ত্বধায়ক/UHFPO কে সদস্য-সচিব করে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানযোগ্য হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে উহা সমাধান করা হচ্ছে। সাপোর্টের অন্যান্য ক্ষেত্র হচ্ছে, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, আউটডোর। সেবার মান, ল্যাবরেটরী সার্ভিস, ফার্মেসী, ব্লাড ব্যাংক ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি।

ফলাফল : হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা সেবা জোরদার হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন ও হাসপাতালের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটে মাসিক সমন্বয় সভা ও কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় নিয়মিতভাবে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রমের সহজ ও সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এছাড়া APA, শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন সংক্রান্ত সভা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল: অধিকতর আন্তঃসমন্বয় ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি/ অবস্থান নিশ্চিতকরণ

উত্তম চর্চার বিবরণ : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত ও যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি/অবস্থান, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অফিসে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে পূর্বে ছুটি গ্রহণ ও অফিস চলাকালীন ব্যক্তিগত কাজে অফিস ত্যাগের অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ফলাফল : দাপ্তরিক শৃঙ্খলা কর্মপরিবেশের উন্নতি হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

উত্তম চর্চার বিবরণ : দর্শানার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ বসার ব্যবস্থা করণ; দর্শনীয় স্থানে নৈতিকতার বাণী স্থাপন; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা জোরদারকরণ; সম্মেলন কক্ষে তিনটি মনিটরসহ প্রজেক্টর স্থাপন ও আধুনিকায়ন; লাইব্রেরী স্থাপন ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;

ফলাফল : কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : কোভিড মোকাবেলা

উত্তম চর্চার বিবরণ : সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিরোধী সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।

ফলাফল : সংক্রমণ সীমিত।

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

উত্তম চর্চার শিরোনাম : ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মোবাইলে হোয়াট্স অ্যাপ (Whats App) গ্রুপের ব্যবহার করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণ।

উত্তম চর্চার বিবরণ :স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখাই স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রধান কার্যালয় ১০৫-১০৬, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ/পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মোবাইলে দুইটি পৃথক হোয়াট্স অ্যাপ (Whats App) গ্রুপ Create করা হয়েছে, যেখানে সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। দুটি হোয়াট্স অ্যাপ (Whats App) গ্রুপের একটি হচ্ছে HED Senior Officer's Group এবং অপরটি HED XEN Group। HED Senior Officer's Group এ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়সহ সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়ের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী এবং স্টাফ অফিসার অন্তর্ভূক্ত। HED XEN Group এ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়, সকল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রধান কার্যালয়ের সকল নির্বাহী প্রকৌশলীসহ মাঠ পর্যায়ের সকল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং স্টাফ অফিসার অন্তর্ভূক্ত আছে।

উক্ত হোয়াট্স অ্যাপ (Whats App) গ্রুপ চালু করার ফলে এইচইডি'তে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে তা করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করার মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি এবং কাজের অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের ফলে কর্মকর্তাদের কাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রমাণক : HED Senior Officer's Group এবং HED XEN Group এর স্ক্রীনশট (Screen shot) প্রমাণক হিসেবে এতদসংগে সংযুক্ত করা হল।

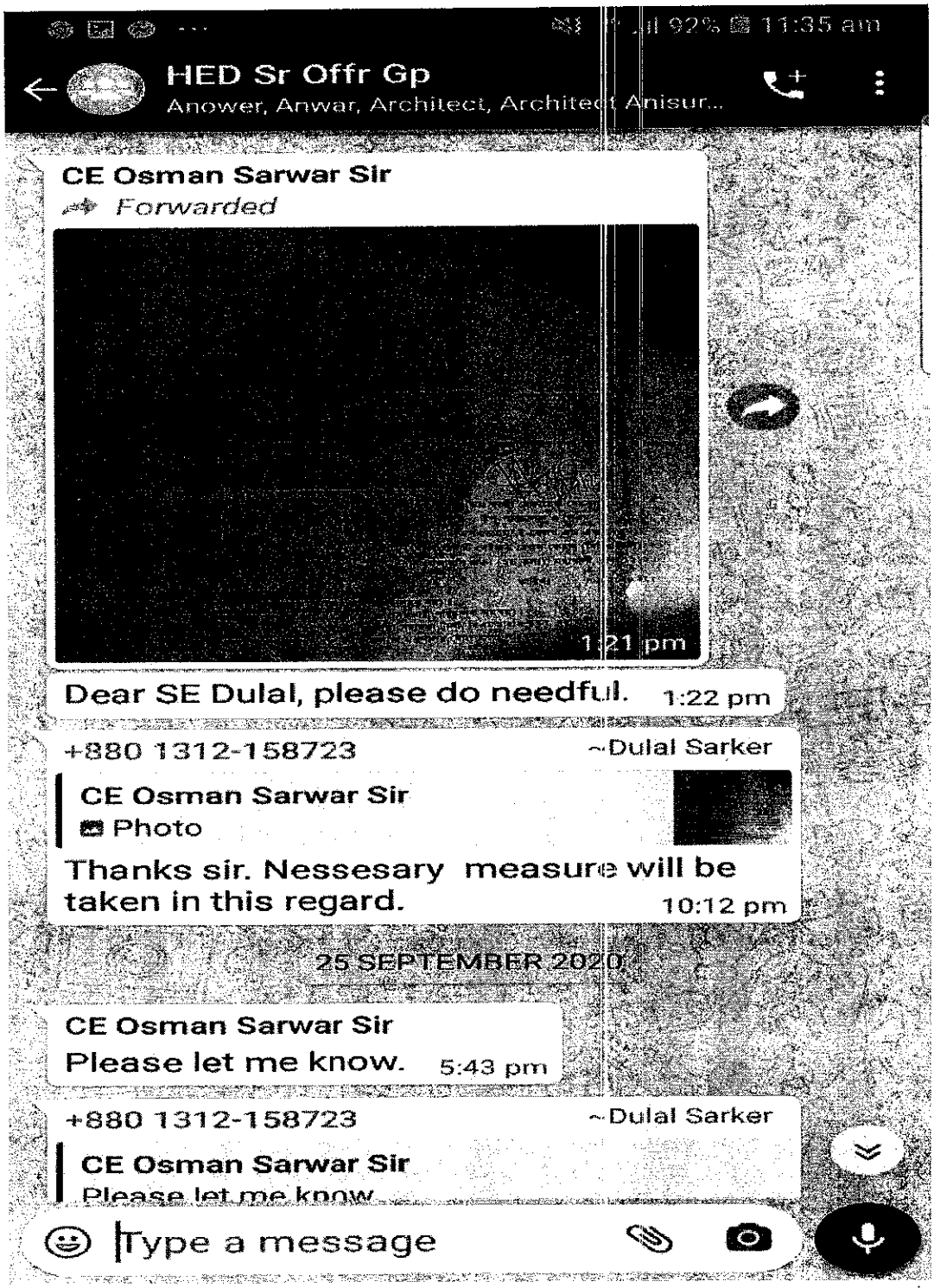

চিত্র ঃ HED Senior Officer's Group

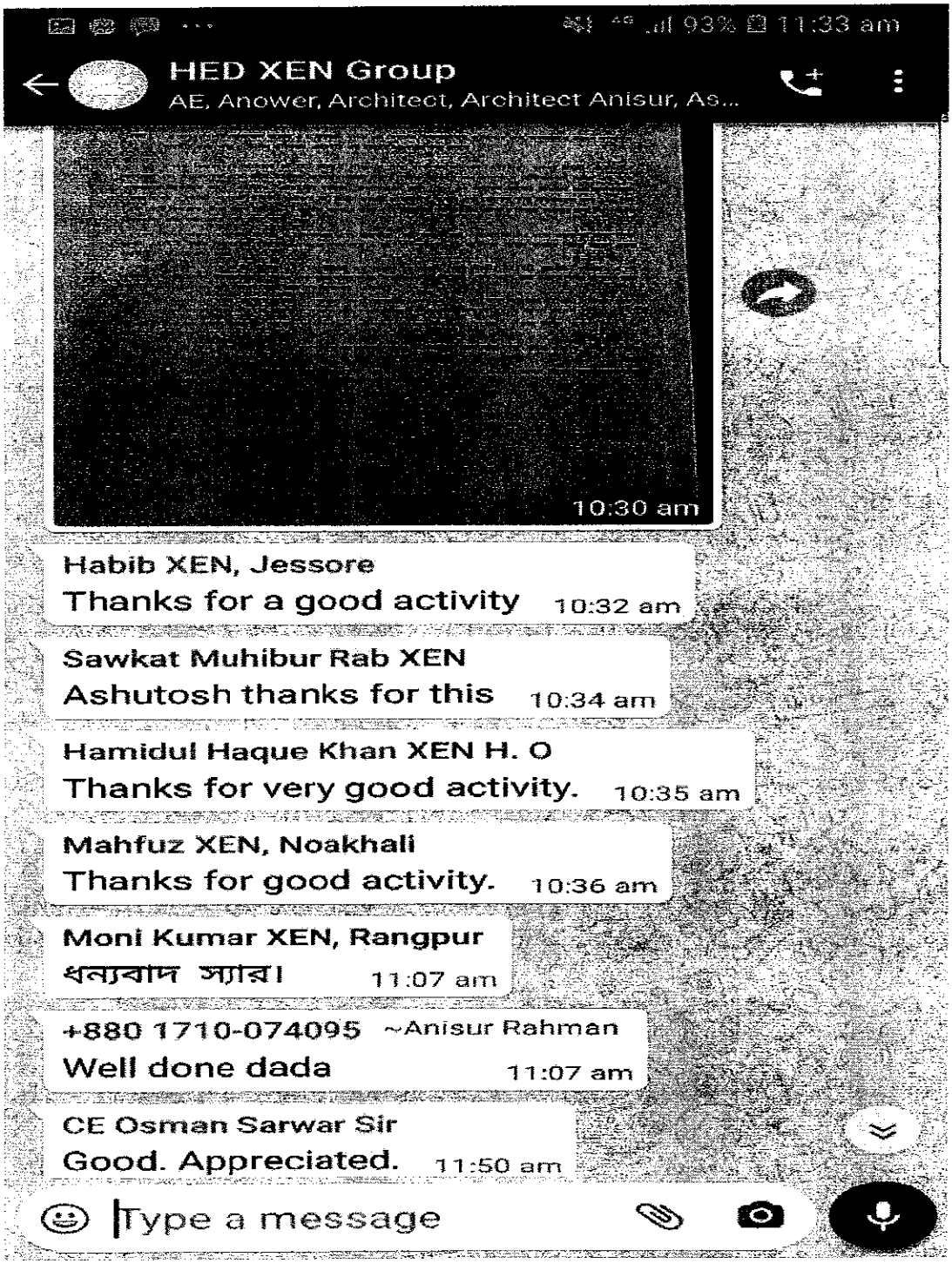

চিত্র ঃ HED XEN Group

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসফ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী, ঢাকা

উত্তম চর্চার শিরোনাম : সচল যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা

উত্তম চর্চার বিবরণ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসফ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি), মহাখালী, ঢাকা সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, স্থাপন এবং ব্যবহারকারী জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর সামগ্রিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনায়ন করে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে মেরামত সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়। এ গাইড লাইন অনুসরণের ফলে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে। এতে করে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরো ব্যপক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা লাভে সক্ষম হবে।

ফলাফল : প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট ব্যবহারকারীদের মেশিন ভিত্তি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এর ফলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় সচল রাখা সম্ভব হচ্ছে, এর ফলে প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধিক হারে চিকিৎসা সেবার সুযোগ পাচ্ছে, যা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

উত্তম চর্চা (Best Practice)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর : ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ (টেমো), মহাখালী, ঢাকা

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিনন্দন অফিস প্রাঙ্গণ তৈরি**

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'পরিচ্ছন্ন অফিস পরিচ্ছন্ন কাজ' যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো) TRANSPORT AND EQUIPMENT MAINTENANCE ORGANISATION (TEMO) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন গাড়ী মেরামতকারী একমাত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান। 'পরিচ্ছন্ন অফিস পরিচ্ছন্ন কাজ' এ ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে অফিস প্রাঙ্গণ সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন রাখাসহ অফিস প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে ওঠা ছোট-বড় আগাছা পরিষ্কার করা, পরিকল্পিত ফুলের বাগান তৈরি এবং পরিবেশ বান্ধব ছোট-বড় দৃষ্টিনন্দন গাছ দিয়ে অফিস প্রাঙ্গণ সাজানোর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্যতম বিষয় হল অফিস প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখা। তাছাড়া 'মানুষ দেখে শিখে' এ ধারণাটিকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ফলে এখানকার ছোট ছোট নান্দনিক উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো সেবা নিতে আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন বাসনা তৈরি করবে এবং নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে তারা অফিস প্রাঙ্গণ ও নিজ নিজ বাসস্থানে উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **'ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার ও দৃষ্টিনন্দন করা**

উত্তম চর্চার বিবরণ : সৌন্দর্যের পৃষ্টপোষক,পরিবেশ-প্রকৃতির উন্নয়ন'। অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যৌথ অংশ গ্রহণে বাস্তবায়িত 'ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন উদ্যোগ। এ সকল কাজে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে উৎসাহিত করার উদাহরণ হিসেবে ড্রেন-নর্দমা, নালা সংস্কার করে অফিস প্রাঙ্গনে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, ফুল ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এ ধরনের উত্তম চর্চাকে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **পুরোনো অফিস সরঞ্জামাদি সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর**

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'কোন কিছুই ফেলনা নয়, যদি তার যত্ন করা যায়'। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে মানুষের মনে ঘরে বসে সেবাপ্রাপ্তির আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে। মানুষের এ আকাঙ্খা পুরণ করা সরকারের একটি অগ্রাধিকার কাজ। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাই ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু হয়েছে। পুরাতন অফিস সরঞ্জামাদি রাখার জন্য একটি সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। যা নবীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এটি পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ঐতিহ্য সর্ম্পকে ধারণা পাবে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **নিয়মিত জ্ঞান চর্চা**

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'সময়ের সাথে থাকুন জ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে'। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের মাঝে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মিত উপস্থাপনার আয়োজন শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। মানসম্মত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা ও পেশাগত উৎকর্ষ। পরস্পরের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় উৎকর্ষ অর্জনে অন্যতম সহায়ক হিসেবে কার্যকর। সে লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের মাঝে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মিত উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা**

উত্তম চর্চার বিবরণ : প্রশিক্ষণে হয় উন্নয়ন, শাণিত হয় সকল কর্মীমন'। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সাধারণত মানুষ এদেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিন্তা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষ জনসমষ্টি কোন দেশের সমস্যা নয় বরং দেশের সম্পদ। দক্ষজনসংখ্যা তৈরির লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে আগত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল/পাওয়ার বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীকে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করা হচ্ছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **গণশুনানী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন**

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'আসুন দেখি, বসুন শুনি কোথায়ও কোন অসুবিধা আছে কি?' সরকারি সেবাদান প্রক্রিয়া সহজ করার নানান উদ্যোগের পরও কোথাও কোথাও এটি কাঙ্খিত পর্যায়ের নয় মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সেবা গ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে এক ধরনের দূরত্বও লক্ষ্য করা যায়। সেবা গ্রহীতা ও সেবাদানকারীর মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে সপ্তাহে একদিন গণশুনানীর আয়োজন করা হয়।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদান**

উত্তম চর্চার বিবরণ : 'ছিলেন যিনি ভাল তিনি, আমরা সবাই এটি মানি'। জীবনের দীর্ঘসময় সরকারি দপ্তরে কাজ করে অবসরকালীন কর্মজীবনের স্মৃতি ধারণ করে যাতে একজন কর্মচারী কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ থাকে সে লক্ষ্যে অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

উত্তম চর্চার শিরোনাম : **সফটওয়ার তৈরি**

উত্তম চর্চার বিবরণ : গাড়ী মেরামতের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, রেকর্ড সংরক্ষণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির বিল করার জন্য একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। এতে অল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।